বাবর (১৫২৬-৩০ খ্রীঃ)

১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মোগল-আফগান সংঘর্ষ। এই সময়ের মধ্যে মোগল-আফগানরা ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রায় তিনশত বছর ধরে তুর্ক-আফগানরা ভারতে রাজত্ব করে এসেছিলেন। কিন্তু ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হলে আফগানদের সঙ্গে মোগলদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মোঙ্গল (বা মোগলরা) বারংবার ভারত আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তৈমুর লঙ্গ পাঞ্জাব দখল করলে সুলতানি সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। তৈমুরের বংশধর বাবরই সর্বপ্রথম ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র হুমায়ুনের আমলে ভারতে নব-প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন ভারতে মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং আকবরের সময় থেকে এই সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণতি লাভ করে।

মোগল-আফগান সংঘর্ষের সূত্রপাত

ভারতে নতুন তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মোগলরা তাঁর নাম বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারত না। এই কারণে তারা তাঁকে শুধু বাবর বলত। তুর্কী ভাষায় বাবর কথাটির অর্থ হল ব্যাঘ্র। বাবর মাতার দিক থেকে চিঙ্গিজ খাঁ ও পিতার দিক থেকে তৈমুরের বংশধর ছিলেন। বাবর যথার্থভাবে মোগল ছিলেন না। তৈমুরের দিক থেকে তিনি ছিলেন তুর্কী। তাঁর মাতা ছিলেন মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গল বা মোগল নেতা ইয়ুনুস খাঁ-এর কন্যা। ভারতের তথাকথিত মোগল সম্রাটরা মোগল জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন তুর্কী। বাবর নিজেও তুর্কীদের মোঙ্গল বা মোগল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক জাতি বলে মনে করতেন। বস্তুত তাঁর আত্মচরিত 'বাবরনামা'য় মোঙ্গলদের প্রতি তাঁর ঘৃণার আভাস পাওয়া যায়।

বাবরের বংশপরিচয় ও প্রথম জীবন

প্রথম পর্যায় ঃ মধ্য-এশিয়া পর্ব

বাবরের পিতা ছিলেন রুশ-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক স্থানের অধিপতি। তাঁর পিতার নাম ছিল অমর-শেখ মীর্জা। বারো বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে বাবর ফারগানার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যাবস্থা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বাবরের আত্মীয়-স্বজন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেন। কিন্তু বাবর ছিলেন নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা। পিতার কাছে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেন তার ফলে তিনি সকল বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধেই শাসনকার্য চালাতে থাকেন। বাল্যকাল থেকেই বাবর ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ জয় করার বাসনা তাঁর শিশুকাল থেকেই প্রবল ছিল। সেই সুযোগও তিনি পেলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দে অন্তর্যুদ্ধ দেখা দিলে সেই সুযোগে বাবর তা দখল করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফারগানায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হলে বাবর নিজ রাজ্যে ফিরে যান। সঙ্গে সঙ্গে সমরকন্দের উজবেগ সর্দার সাহেবানী খাঁ সমরকন্দ দখল করেন। বাবর পুনরায় সমরকন্দ আক্রমণ করলে সাহেবানী খাঁর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্চিয়ানের যুদ্ধে বাবর পরাজিত হন এবং এর ফলে ফারগানা ও সমরকন্দ উভয় রাজ্যই তাঁর হস্তচ্যুত হয়। রাজ্যচ্যুত ও গৃহচ্যুত হয়ে বাবর আশ্রয়ের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে লাগলেন। ভাগ্য-বিপর্যয়ের বর্ণনা

সমরকন্দ জয়

ভাগ্যবিপর্যয়

প্রসঙ্গে বাবর নিজ আত্মচরিতে লিখেছেন, "He was moving from square to square like a king on a chessboard"। কিন্তু ভাগ্যের এইরকম বিড়ম্বনা ও দুঃখদুর্দশার সম্মুখেও বাবর ছিলেন স্থির ও নির্ভীক।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ কাবুল পর্ব

কাবুল জয়

সমরকন্দ পুনরুদ্ধার কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত

বাবর পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের সকল আশা পরিত্যাগ করে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এই সময় কাবুলের অভ্যন্তরীণ অরাজকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল আক্রমণ করে তা দখল করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কাবুলে রাজত্ব করতে থাকেন। ইতিমধ্যে উজবেগ সর্দার সাহেবানী খাঁ পারস্যের অধিপতি ইসমাইল সাফাবী-র সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হন। বাবর সাফাবী-র সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি পারস্যরাজের সাহায্যে সমরকন্দ পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু শীঘ্রই উজবেগদের কাছে পরাজিত হয়ে সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত হন।

ভারত জয়ের চেষ্টা

পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বাবর ভারত জয় করতে মনোযোগী হন। বাবর তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "কাবুল জয় করার পর থেকে আমি ভারত জয়ের পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু আমার ভ্রাতাদের বিরোধিতা ও আমীরদের অসদাচরণ প্রভৃতি কারণে সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। অবশেষে সেই সব প্রতিবন্ধক দূর হলে, আমি একদল সেনা নিয়ে (১৫১৯ খ্রীঃ) বাঙ্গুর ও সোওয়ার্ণের পথে অগ্রসর হয়ে ঝিলাম নদীর পশ্চিম উপকূলে ভেরা নামক স্থানে উপস্থিত হই।" ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঝিলাম ও চিনাব নদী অতিক্রম করে তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমে তিনি সুলতান ইব্রাহিম লোদীর কাছে দূত পাঠিয়ে তুর্কীদের অধিকারভুক্ত সকল অঞ্চলগুলি দাবি করেন। কিন্তু তাঁর দূত শূন্যহাতে ফিরে এলে বাবর ভেরা, খুসাব ও চিনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চলগুলি জয় করে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কান্দাহার জয় করেন। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তর থেকেই যখন বাবরের কাছে আমন্ত্রণ আসে বাবরের প্রকৃত সুযোগ তখনই আসে। শেষের প্রায় দেড় শত বছর ধরে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল নামমাত্র। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর লোদী-আফগানরা সাময়িকভাবে সুলতানি সাম্রাজ্যকে কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু লোদী-অভিজাতদের পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ ও লোদী শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন প্রভৃতি কারণে লোদী সাম্রাজ্য প্রথম থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। তৈমুরের আক্রমণের সময় থেকে ভারতে ধাতুমুদ্রার অভাব ঘটায় লোদী সাম্রাজ্যের জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের উদ্ভব হয়, কারণ এর ফলে পণ্যসামগ্রীর মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়। বণিক্, ব্যবসায়ী ও কৃষকশ্রেণী আর্থিক দুর্দশায় পতিত হয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অপদার্থতা ও লোদী-অভিজাতদের প্রতি রূঢ় আচরণ লোদী-অভিজাতদের সুলতান-বিরোধী করে তোলে। পাঞ্জাবের পরাক্রান্ত অভিজাত দৌলত খাঁ লোদীর পুত্র দিলওয়ার খাঁর প্রতি ইব্রাহিম লোদীর নিষ্ঠুর আচরণে লোদী-অভিজাতগণ প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন। এই অবস্থায় দৌলত খাঁ এবং দিল্লীর সিংহাসনের এক দাবিদার সুলতান ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত আলম খাঁ বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। এইভাবে প্রতিহিংসা, উচ্চাভিলাষ ও বিক্ষোভ দিল্লী সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় সুনিশ্চিত করে। বাবর কালবিলম্ব না করে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সসৈন্যে পুনরায় পাঞ্জাবে উপস্থিত হন ও লাহোর দখল করেন। কিন্তু বাবরের রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা দৌলত খাঁ লোদী ও তাঁর সহচর আলম খাঁ লোদীর মনঃপূত না হওয়ায় তাঁরা বাবরের বিরুদ্ধে

অস্ত্রধারণ করেন। এই অবস্থায় বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। কাবুলে ফেরার আগে তিনি আলাউদ্দিন নামে এক আমীরকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। কিন্তু শীঘ্রই দৌলত খাঁ লোদী আলাউদ্দিনকে লাহোর থেকে বিতাড়িত করেন। তথাপি বাবর ভারতে আফগান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে ভারত-বিজয় সম্পর্কে বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হন।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ভারত অভিযান

ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ) ঃ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবর সসৈন্যে কাবুল থেকে যাত্রা করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। দৌলত খাঁ লোদী পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর বাবর দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁকে পানিপথের প্রান্তরে বাধা প্রদান করেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। বাবরের ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইব্রাহিমের বিশাল সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং ইব্রাহিম নিহত হন। এই যুদ্ধের ফলে (১) দিল্লী ও আগ্রা বাবরের হস্তগত হয়। (২) আফগান সাম্রাজ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয় এবং (৩) ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম সোপান রচিত হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

পানিপথের প্রথম যুদ্ধকে ভারতের ইতিহাসের এক চূড়ান্ত যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর ফলে (১) লোদী ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং দিল্লী ও আগ্রা বাবরের দখলে আসে; (২) আগ্রায় লোদীদের সঞ্চয়কৃত কোষাগার বাবরের দখলে আসায় তাঁর অর্থসংকট কিছুটা লাঘব হয়; (৩) জৌনপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল বাবরের কাছে উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম সোপান রচিত হয়।

মোগল-রাজপুত ও মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের অবতারণা

ভারতে মোগল শক্তির উত্থান ও বিকাশের সঙ্গে দুটি দ্বন্দ্বের সমান্তরাল অবস্থান দেখা যায়—এ দুটি হল মোগল-রাজপুত ও মোগল-আফগান সংঘাত। ১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব ধারাবাহিক চরিত্র লাভ করে। অবশ্য মোগল-রাজপুত সম্পর্ক বাবরের সময় শুরু হলেও আকবরের সময়ে তা সুস্পষ্ট চরিত্র ধারণ করেছিল।

পানিপথের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বাবরকে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ ও পূর্ব-ভারতে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মোগলদের সাম্প্রতিক বিজিত অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পানিপথের যুদ্ধকে চূড়ান্ত বলা যায় না। এই যুদ্ধের গুরুত্ব হল এই যে এর ফলে উত্তর-ভারতে মোগলদের আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

কিন্তু বাবর শীঘ্রই কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। প্রথমত, পূর্ব-ভারতে আফগান ও মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর অনুচরবর্গ তাঁকে পরিত্যাগ করে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্কল্প করে। বাবর বহুকষ্টে তাঁর অনুচরবর্গকে নিজ মতে আনতে সমর্থ হয়ে আফগান ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

বাবর নিজ পুত্র হুমায়ুনকে আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হুমায়ুন ক্ষিপ্র গতিতে কাল্‌পি, বায়ানা দখল করে জৌনপুর ও বিহারের আফগান নেতৃবর্গকে বাবরের প্রভুত্ব সাময়িকভাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেন। এছাড়া বাবর অনধিকৃত অঞ্চলে তাঁর আমীরদের পাঠিয়ে আফগানদের দমন করেন।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রীঃ) ঃ মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে বাবরের অভিযোগ ছিল এই যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ বাবরকে সাহায্য

দেবেন। কিন্তু সংগ্রাম সিংহ তা করেন নি। অপরদিকে সংগ্রাম সিংহের অভিযোগ ছিল এই যে, বাবর কাল্‌পি, যোধপুর ও বায়ানা দখল করে সন্ধিশর্ত লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাবর ভারতে রাজ্যজয় করতে উদ্যোগী হলে সংগ্রাম সিংহ তাঁকে বাধা দিলেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবর ও সংগ্রাম সিংহ খানুয়ার প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। রাজপুতদের বীরত্ব ও প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও বাবরের গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হল। রাণা সংগ্রাম সিংহ কোনক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হলেন। এর দুই বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। রাণা সংগ্রাম মুষ্টিমেয় মুসলমান সামন্ত ও সর্দারদের নিজ পক্ষে আনতে পেরেছিলেন। অধিকাংশ আফগান সর্দার এই বিপর্যয়ের সময় সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি। যদি রাজপুতদের সঙ্গে আফগানরা সেই সময় মোগলদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অস্ত্রধারণ করত তা হলে ভারত-ইতিহাসের গতি অন্যখাতে প্রবাহিত হত। এই যুদ্ধের ফলে—(১) মেবারের শক্তির বিপর্যয় ঘটল এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজপুত-সংঘের গুরুত্ব বিনষ্ট হল। কারণ মেবার ছিল এই সংঘের প্রাণকেন্দ্র ও শক্তির উৎস। (২) ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সকল সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হল। (৩) ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হল এবং এর সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হল। সিংহাসনের নিরাপত্তা সম্পর্কে বাবর সুনিশ্চিত হলেন এবং তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় অতঃপর সাম্রাজ্যবিস্তারে নিয়োজিত করলেন। (৪) মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল।

বাবর বনাম সংগ্রাম সিংহ

যুদ্ধের ফলাফল

চান্দেরী দুর্গ জয় (১৫২৮ খ্রীঃ) ঃ সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর মেদিনীরাও-এর নেতৃত্বে রাজপুতরা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়। বাবর চান্দেরীর দুর্গ অবরোধ করলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও রাজপুতরা পুনরায় পরাজিত হল। এর পর বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার মত শক্তি রাজপুতদের রইল না।

ঘর্ঘরার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রীঃ) ঃ রাজপুতদের শক্তি বিধ্বস্ত করে বাবর আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে বিহারের সীমান্তে এসে পৌঁছুলেন। পূর্ব-ভারতে মোগল আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জৌনপুরের শাসনকর্তা মামুদ লোদী বিহারের আফগান নেতা শের খাঁ এবং বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ্ যৌথভাবে মোগল-বিরোধী এক শক্তিজোট গঠন করেন। বাবর নসরৎ শাহের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁর বশ্যতা দাবি করলেন। নসরৎ শাহ্ বাবরের দাবি সরাসরি প্রত্যাখান না করে কালক্ষেপ করতে লাগলেন। অবশেষে মামুদ লোদী ও শের খাঁ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বাবরও ইতিমধ্যে এলাহাবাদ, বারাণসী ও গাজীপুর দখল করে বিহারের আরা জেলায় ঢুকে পড়লেন। ঘর্ঘরা নদীর তীরে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল। আফগানরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হলে সঙ্গে সঙ্গে মোগল-বিরোধী শক্তিজোটও ভেঙ্গে পড়ল। এর পর নসরৎ শাহের পালা এল। তিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে বাবরের সঙ্গে সন্ধি করলেন। নসরৎ শাহ্ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেও বাংলার স্বাধীনতা বাবর কার্যত মেনে নিলেন। এই যুদ্ধের ফলে (১) আফগানদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হল এবং (২) মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

মোগল বনাম আফগান

আফগানদের পরাজয় ও যুদ্ধের ফলাফল

বাবরের রাজ্যসীমা ঃ উল্লিখিত তিনটি যুদ্ধের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবরের সাম্রাজ্য অক্ষু নদী থেকে ঘর্ঘরা নদী এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল।

বাবরের সাফল্যের কারণ ঃ ভারতে বাবরের সাফল্যের কারণ হল—প্রথমত, ইব্রাহিম লোদীর ভ্রান্ত নীতি ও আফগান অভিজাতদের প্রতি তাঁর ঈর্ষা ও সন্দেহ তাঁর পরিস্থিতি প্রথম থেকেই জটিল করে তুলেছিল, যদিও সেই সময় তাঁর তুলনায় বাবরের শক্তি ছিল নিতান্তই সামান্য। অভিজাত সম্প্রদায় ও জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইব্রাহিম লোদীকে প্রায় একক হস্তেই বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়ত, ইব্রাহিমের সেনাবাহিনী ছিল অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ এবং সেনাদের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ বলে কিছু ছিল না। বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে সেনা সংগ্রহ করার ফলে গোষ্ঠী-নেতাদের প্রতিই তারা বেশী অনুগত ছিল। ফলে সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে সেনারা ছিল সাহসী, কিন্তু তাদের মধ্যে দক্ষতার যথেষ্ট অভাব ছিল। এই কারণেই বাবর মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতীয় সৈনিক সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে মেনে নিতে পারত, কিন্তু যুদ্ধ করতে জানত না। অপরদিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত হলেও, বাবরের সুনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বে মোগলবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ। এছাড়া সমৃদ্ধ ভারত জয় করবার উদ্দীপনা ও আকাঙক্ষা মোগল সেনাদের দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল। তৃতীয়ত, যুদ্ধে গোলা-বারুদের ব্যবহার তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের জানা ছিল না। এই কারণে বাবরের গোলন্দাজ বাহিনী অতি সহজেই আফগান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়। চতুর্থত, বাবরের সাফল্যের মূলে তাঁর উন্নত রণকৌশলের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ফলে বাবর তুর্কী, পারসিক, উজবেকদের কাছে বিভিন্ন ধরনের রণকৌশল আহরণ করেন। মধ্য-এশিয়া, আরব ও ইরানের উচ্চমানের ঘোড়া নিয়োজিত করে বাবর তাঁর সেনাবাহিনীকে ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। পঞ্চমত, ভারতীয়দের অনৈক্য বাবরের সাফল্য সম্ভব করেছিল। ইব্রাহিম লোদী রাজপুতদের সাহায্যলাভে ব্যর্থ হয়ে বাবরের জয় সুনিশ্চিত করেছিলেন। অন্যদিকে রাণা সংগ্রাম আফগানদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে বাবরের বিজয়ের পথ সুগম করেছিলেন।

বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ এশিয়ার ইতিহাসে বাবর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ঐতিহাসিক লেনপুলের কথায় "বাবর ছিলেন মধ্য-এশিয়া ও ভারত এবং তৈমুর ও আকবরের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ।" এশিয়ার দুই বিখ্যাত বীর চিঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুর লঙ্গের রক্ত তাঁর শিরায় প্রবাহিত হওয়ায় একদিকে তাতারজাতির কর্মশক্তি ও উদ্যম এবং অপরদিকে পারসিক জাতির মানসিক উৎকর্ষ প্রভৃতি গুণের সমাবেশ তাঁর চরিত্রে দেখা যায়। তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তি, উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। রাসব্রুক উইলিয়ামের কথায় "বাবরের চরিত্রে আটটি বিশেষ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যেমন—বিচক্ষণতা, মহৎ উচ্চাশা, যুদ্ধ-নিপুণতা, সুদক্ষ শাসন-কৌশল, প্রজাহিতৈষণা, উদার প্রশাসনী আদর্শ, সেনাদের হৃদয়জয়ের ক্ষমতা ও ন্যায়-বিচার প্রবণতা।" স্মিথের মতে "সমকালীন যুগে বাবর ছিলেন এশিয়ার নৃপতিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাসম্পন্ন এবং ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী।" বাবর ছিলেন উচ্চাকাঙক্ষী ও নির্ভীক। নিজেকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত জীবন ধরে নানারকম সংকটের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। আত্মবিশ্বাস ও দুর্দমনীয় আকাঙক্ষা তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ। অশ্বচালনা, মৃগয়া ও দৈহিক পরিশ্রমেও তিনি আনন্দ পেতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ, সঙ্গীতানুরাগ ও বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি গুণেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্ব-রচিত আত্মজীবনীতে তাঁর মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল—কিন্তু তাই বলে তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। ফার্সী ভাষায় কাব্যরচনায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ। স্ব-রচিত আত্মচরিত তাঁর সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়েও তাঁর হৃদয় ছিল কোমল। তাঁর বন্ধুবাৎসল্য

ও পিতৃস্নেহ ছিল অপরিসীম। বাবরের পিতৃস্নেহ সম্বন্ধে এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে যে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন এক সময় কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হলে পুত্রের জীবনের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ-ভিক্ষা করেন। পুত্র হুমায়ুন ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হয়ে উঠলে বাবর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্পর্কে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

ভারতীয় উপমহাদেশে বাবরের আবির্ভাব কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সর্বপ্রথম কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর কাবুল ও কান্দাহার উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। এযাবৎ এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ভারতের ওপর বিদেশীদের আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে বাবর পরবর্তী প্রায় দু'শত বছর ভারতীয় উপমহাদেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। এছাড়া অর্থনৈতিকক্ষেত্রে কাবুল ও কান্দাহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের সহায়ক হয়। কারণ কাবুল ও কান্দাহারের ভিতর দিয়েই ভারতীয় বণিকরা চীন ও ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলিতে পণ্যসম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত। সুতরাং কাবুল ও কান্দাহার মোগলদের দখলে এলে এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ করার সুযোগ-সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পায়।

উত্তর-ভারতে লোদী, আফগান ও রাণা সংগ্রাম সিংহ পরিচালিত রাজপুত সংঘের বিপর্যয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে শক্তিসাম্যের (Balance of Power) পরিবর্তন ঘটে। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের পথে এটিকে এক বিরাট পদক্ষেপ বলা যায়। অবশ্য এর সাফল্যের পথে বেশ কিছু অন্তরায়ও ছিল। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর যুগ্ম-শক্তি কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করতে পারে, বাবর তার দৃষ্টান্ত রেখে যান। বিভিন্ন রণাঙ্গনে বাবরের সহজ জয়লাভ ভারতে বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং দুর্গের গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে বাবর ভারতে নতুন যুদ্ধ-কৌশলের অবতারণা করেন। সেই সঙ্গে তিনি রাজকীয় মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত বলা চলে ফিরোজ তুঘলকের পর রাজকীয় মর্যাদার অধিক অবক্ষয় ঘটে।

গোঁড়া সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও বাবর ধর্মান্ধ ছিলেন না অথবা মৌলবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। এক সময় ইরান ও তুরানে সিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে প্রবল ধর্মীয় অন্তর্ঘাত চলেছিল, সেই সময় বাবর ধর্মীয় সংঘাতের উর্ধ্বে ছিলেন। রাণা সংগ্রামের বিরুদ্ধে তিনি 'জেহাদ' ঘোষণা করেছিলেন এবং জয়ী হওয়ার পর নিজেকে 'গাজী' বলে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে এর কারণ ছিল নিছক রাজনৈতিক।

এইভাবে বাবর রাজকীয় মর্যাদা ও রাজশক্তির ওপর ভিত্তি করে এক নতুন রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রবর্তন করেন ও সেইসঙ্গে ধর্মীয় উদারতার আদর্শ তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন রাষ্ট্রের ঐতিহ্য রেখে যান। রাষ্ট্র-পরিচালন নীতি সম্পর্কে হুমায়ুনের প্রতি বাবরের নির্দেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের যে ভিত্তি স্থাপন করেন তা আকবরের আমলে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সুতরাং বাবর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিপথকে নতুন খাতে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এইরূপ বলা হয়ে থাকে যে, বাবর রাজ্যজয় ভিন্ন আর কিছুই করে যেতে পারেন নি এবং যা তিনি অসম্পূর্ণ রেখে যান তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ("Babur could effect nothing more than conquest. What he had left undone was of greater importance")। একথা সত্য, শাসক হিসেবে বাবর কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। অদম্য সাহস, অপরিসীম

উদ্যম ও সামরিক শক্তির সাহায্যে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে তিনি ব্যর্থ হন। অভ্যন্তরীণ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সর্বত্র একই ধরনের আইন-কানুন প্রণয়ন বা কোন প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তন করতে পারেন নি। প্রতিটি বিজিত রাজ্যে, প্রদেশে ও এমন কি প্রতিটি গ্রামে চিরাচরিত শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে আফগান আমলের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। বিচারব্যবস্থার জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিয়মিত আইন-কানুন ও আদালত তিনি স্থাপন করে যেতে পারেন নি। রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারেও পূর্বতন জেলা-শাসক, জমিদার ও জায়গিরদারদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি শক্তিশালী ও সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, প্রদেশগুলির ওপর সম্রাটের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে নতুন আইন-প্রণয়ন ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার অবকাশ তিনি পান নি। তিনি প্রচলিত ভগ্নপ্রায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি ছোট-বড় জায়গিরে বিভক্ত করে সেগুলি জায়গিরদারদের হাতে অর্পণ করেন। মধ্যযুগের সামন্ত-প্রথার কুফল দূর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঐতিহাসিক আর্সকীন (Erskine)-এর ভাষায় ভারত তখনও ছিল নিয়মিত ও সুশাসিত রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক রাজার অধীনে কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টিমাত্র।* পার্বত্য অঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসকরা বাবরের নিকট মৌখিক আনুগত্য দেখিয়েছিলেন মাত্র। পূর্বতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সংহতির ভাঙ্গন, নতুন রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাব এবং বাবরের অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি কারণে মোগল সাম্রাজ্যের রাজকোষ একরূপ শূন্য হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক রাসব্রুক উইলিয়ামস্ (Rushbrook Williams) সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, বাবর তাঁর পুত্রকে এমন একটি রাজতন্ত্র দিয়ে যান, যার অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের ওপর এবং শান্তির সময় যা ছিল নিতান্তই দুর্বল।†

শাসক হিসেবে অসাফল্য

বাবরের জীবনস্মৃতি ঃ তুর্কী ভাষায় রচিত বাবরের জীবনস্মৃতি 'বাবরনামা'—একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে তিনি গ্রন্থখানি রচনা করেন। গ্রন্থটি ফার্সীতে অনুবাদ করেন পায়ান্দা খাঁ ও আব্দুর রহিম খান-ই খানান। ইংরাজী ও ফার্সী ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। বেভারিজ নামে এক ইংরাজ ঐতিহাসিক মূল তুর্কী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। অন্যান্য ঐতিহাসিক ফার্সী ভাষায় অনূদিত 'বাবরনামা' গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই কারণে বেভারিজ-এর অনুবাদ গ্রন্থটি অধিক নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থ থেকে বাবরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনা এবং ভারত, আফগানিস্থান ও মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মানসিক উৎকর্ষ ও সামরিক দক্ষতার সুস্পষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যদেশের কোন নরপতি বাবরের মত এই ধরনের একটি সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ আত্মচরিত রচনা করেন নি। তিনি তাঁর চরিত্রের দোষত্রুটিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এতে রচয়িতার আত্মপ্রশংসার কোন আভাস নেই। এর রচনাভঙ্গি ও ভাষা সুস্পষ্ট ও সরল। বাবরের জীবনস্মৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করে লেনপুল বলেছেন, "বাবরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ও তার গৌরব বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁর স্ব-রচিত জীবনস্মৃতি আজিও অমর ও অক্ষয় হয়ে আছে।" ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন বাবরের জীবনস্মৃতির অনুবাদ করেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় আবদুর রহিম এটিকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।

---

* *"India was still rather a congeries of little states under one Prince than one regular and uniformly governed kingdom"—Erskine—History of India—vol. I, P.528*

† *"Babur bequeathed to his son a monarchy which could be held together only by the continuance of war conditions, which in times of peace was weak. structureless and invertebrate"—Rushbrook Williams—Empire-Builder of 16th century—p.162.*